আজকের কাগজ
তারিখ 20 JAN 1995
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৭

ঢাকা বইমেলা'৯৫

মিলা মাহফুজা

পক্ষকালব্যাপী ঢাকার বিজয় সরণি প্রাঙ্গণে আয়োজিত বইমেলা শেষ হল গত ১৫ জানুয়ারি। ১ জানুয়ারি এই মেলার উদ্বোধন করে প্রধামন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া। জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র আয়োজিত এই গ্রন্থ মেলা শুরুর আগের দিন ৩১ ডিসেম্বর এক বর্ণাঢ্য র‍্যালী শাহবাগ থেকে শুরু হয়ে প্রেসক্লাবে শেষ হয়।

'বই হোক নিত্য সঙ্গী' এই স্লোগান নিয়ে এবারের বইমেলার আয়োজন। এটি একটি আন্তর্জাতিক বইমেলা। দেশি বিদেশি ৩৬টি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা এবারের মেলায় অংশ নেয়।

টিকিট কেটে দর্শক-ক্রেতাকে মেলা প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়- তবু প্রচুর ভিড় ছিল। আবার অবাঞ্ছিত ভিড় ছিল না বলে প্রকৃত ক্রেতারা স্বচ্ছন্দে কেনা-কাটা করতে পেরেছেন।

১৯৭২ সালে প্রথম এদেশে আন্তর্জাতিক বইমেলা আয়োজিত হয়েছিল বাংলা একাডেমী প্রাঙ্গণে। তারপরে দীর্ঘ বিরতি। সম্ভবত বিরতির কারণেই এবারের মেলাটি তেমন আন্তর্জাতিক চেহারা পায়নি। বিদেশি বইয়ের স্টল ও সংখ্যা দুই ছিল কম। তবে উদ্যোক্তারা আশা করছেন মেলা নিয়মিত হলে বিদেশি প্রকাশনা সংস্থা আগ্রহী হবে। অংশ গ্রহণ বাড়বে।

দর্শক-ক্রেতারা রেফারেন্স বই খুঁজেছেন। পাননি। ভারতীয় একটি প্রকাশনা সংস্থার ইংরেজি বইয়ের কাটতি ছিল ভালই।

এই মেলার বৈশিষ্ট্য ছিল প্রকাশকদের নিজস্ব প্রকাশনার পরিবেশনা। ২০% কমিশনে বই কেনা-বেচা হয়েছে। এই ব্যবস্থাপনার প্রকাশকরা খুশী। তবে ছোট প্রকাশকরা ক্ষুণ্ন হয়েছেন। নির্দিষ্ট সংখ্যক প্রকাশনা না থাকায় মেলায় অংশ নিতে ব্যর্থ হয়েছেন অনেকে। ফলে মেলায় বিপুল সংখ্যক ক্রেতাকে তারা মিস করায় ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন ব্যবসার ক্ষেত্রে।

বেশ কিছুদিন ধরে কাগজের সংকট চলার ফলে নতুন বই প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রকাশকদের বিপদে পড়তে হয়েছে। তবু নতুন বই একেবারে কম প্রকাশিত হয়নি। তবে প্রকাশনা ব্যয় বহুগুণ বেড়ে যাওয়ায় লাভের পরিমাণ কম হয়েছে।

মেলায় সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠানে লেখক-প্রকাশক মত বিনিময়কালে একজন প্রকাশক জানালেন- ভারতে প্রকাশনা ব্যয় এখানের তুলনায় অনেক কম। এখানে যে প্রডাকশনটি'র খরচ পড়ছে ১০০ টাকা- ভারতে ওই প্রডাকশনের খরচ পড়বে ৬০ টাকার মত। ফলে অনেকে ভারত থেকে বই ছাপিয়ে আনার চিন্তাভাবনা করছেন।

এই চিন্তা-ভাবনা আমাদের প্রকাশনা শিল্পকে সংকটের মধ্যে ঠেলে দেবে। এই শিল্পের সঙ্গে জড়িত বহু লোক বেকার হয়ে পড়বে। এই সংকট কাটাতে অনতিবিলম্বে লেখক কাগজ (স্বল্প মূল্যে) সরবরাহ নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে প্রকাশনা শিল্পকে ভর্তুকি দিতে হবে।

ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমীতে শুরু হবে একুশের বইমেলা। কাছাকাছি সময়ে দু'টি বইমেলার আয়োজন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না বলেই সকলে মনে করেছেন। প্রকাশক-ক্রেতা উভয় পক্ষই বলেছেন, যত বেশি মেলা হবে তত বেশি বই কেনা-বেচা হবে।

মুহাম্মদ জাহাঙ্গীর-এর উপস্থাপনায় লেখক প্রকাশক মত বিনিময় অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সৈয়দ শামসুল হক, সেলিনা হোসেন, হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন, নির্মলেন্দু গুণ, আনিসুজ্জামান, মহিউদ্দিন আহমেদ, ফরিদ আহমেদ প্রমুখ। উপস্থিত দর্শক শ্রোতা অনুষ্ঠানটি দারুণ উপভোগ করেন। উপস্থিত শ্রোতা আবৃত্তিকার নাসিম আহমেদ বলেন, এই রকম প্রকাশ্য আলোচনা লেখক প্রকাশকদের মধ্যে যোগসূত্র গড়বে। কেউ কারো বৈরি নয় এটাই এই আলোচনায় প্রকাশিত হল।

নতুন লেখকদের বই প্রকাশের জন্যে প্রকাশকদের কি ধরনের উদ্যোগ রয়েছে জানতে চাইলে পালক পাবলিশার্স-এর সহপরিচালক মুজিবর রহমান জানান, লেখকরা বইয়ের পান্ডুলিপি জমা দিলে তাদের সিলেকশন কমিটি পান্ডুলিপি পড়ার পর সিদ্ধান্ত নেয় বইটি প্রকাশের যোগ্য কিনা। সাধারণতঃ পরিচিত বলয়ের ভেতর থেকেই তারা লেখকদের খুঁজে নেন। অপরিচিত লেখকদের খুঁজে নেবার কোন উদ্যোগ তাদের তেমন থাকে না।

এ অবস্থাটা মোটামুটি সকল ক্ষেত্রেই এক। কয়েকজন লেখক ছাড়া অধিকাংশ লেখককে নিজেই প্রকাশক খুঁজে নিতে হয়। অথচ নতুন লেখকের বইও যে কম বিক্রি হয় তেমন নয়।

বই বিক্রির ক্ষেত্রে উপন্যাস প্রথম স্থানে রয়েছে। মুক্তিযুদ্ধের উপর লেখা বইয়ের চাহিদা ছিল বেশি। শিশু সাহিত্যের চাহিদাও ছিল। পালক পাবলিশার্সের প্রকাশনা হেলেনা খানের 'মুক্তিযুদ্ধের গল্প' বইটি প্রচুর বিক্রি হয়েছে। লুৎফর রহমানে রিটনের 'পান্তা বুড়ি' বইটিও জনপ্রিয়তা পেয়েছে। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র ও সেবা প্রকাশনী প্রচুর পরিমাণে কিশোর ক্লাসিক তুলে দিয়েছে পাঠকের হাতে। প্রকাশনা সংস্থা হিসেবে সেবা প্রকাশনী স্বনামখ্যাত। মেলায় ৬শ'টিরও বেশি বইয়ের সম্ভার সাজিয়ে বসেছিল তারা। এই স্টলে উপচে পড়া ভিড়ে অনেক ক্রেতা হিমশিম খেয়েছেন বই পছন্দ করতে।

ফেব্রুয়ারি মাসে বাংলা একাডেমীতে শুরু হবে একুশের বইমেলা। কাছাকাছি সময়ে দু'টি বইমেলার আয়োজন কোন ক্ষতিকর প্রভাব ফেলবে না বলেই সকলে মনে করেছেন। প্রকাশক-ক্রেতা উভয় পক্ষই বলেছেন, যত বেশি মেলা হবে তত বেশি বই কেনা-বেচা হবে। বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্রের মুখপাত্র আহমেদ মজহার জানিয়েছেন-এই মেলায় তারা লক্ষাধিক টাকার বই বিক্রি করেছেন। বাংলা একাডেমীর মেলায়ও এই রকম বিক্রি হবে বলেই তিনি আশা করেছেন।

সেবা প্রকাশনী একদিনে সর্বাধিক ২৫-২৬ হাজার টাকার বই বিক্রি করেছে। বই বিক্রির এই অবস্থা দেখে বোঝা যায় আগের বছর গুলোর তুলনায় এবারে বই বেচা-কেনা বেড়েছে।

এমন কি ক'দিন আগে শুরু হওয়া বাণিজ্য মেলার কারণেও বইমেলা তেমন ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি।

মেলায় প্রতিদিন লেখকরা বসেছে। স্বাক্ষর দিয়েছেন পাঠকের-খাতায়-বইয়ে। মত বিনিময় করেছেন। তবে লেখক কর্নারে কাউকে তেমন বসতে দেখা যায়নি। বিভিন্ন স্টলে তারা বসেছেন।

মেলার আয়োজন ছিল ভালো মানের। তবে টয়লেট ব্যবস্থা অপ্রতুল। মানও অত্যন্ত খারাপ। নিরাপত্তা ব্যবস্থা ভাল ছিল। বই চুরি হয়নি তেমন। তবে স্টল নির্মাণে ত্রুটি থাকায় বৃষ্টিতে ইউবিএস পাবলিশার্সের তিন কার্টুন বই ভিজে নষ্ট হয়েছে।

মেলার প্রচুর প্রকাশক-লেখক-দর্শক ক্রেতা সমাগম হওয়ায় আয়োজকরা উৎসাহীত হয়েছেন বহু গুণে। আগামী দিনে এটি সাত্যিকারে একটি আন্তর্জাতিক বইমেলার চরিত্র নিয়ে ক্রেতার কাছে প্রকাশিত হবে আশা করা যায়।

মিলা মাহফুজা : প্রাবন্ধিক, কলাম লেখক।

AND STATISTICS
SHEET — OF — SHEETS